উটেরা আমার প্রতিবেশী
পাখিরা আমার প্রতি কম
তবুও উটেরা কাছে এলে
পাখিদের চেয়ে ক্ষতি কম

সরলরেখা

পার্থ রায়

সরলরেখা

পার্থ রায়

ইশারা

Saral Rekha
a collection of Bengali Poems
by Partha Ray

© লেখক

প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা ২০০২
প্রচ্ছদ ঃ পার্থ রায়
প্রকাশক ঃ অমূল্য চক্রবর্তী
ইশারা প্রকাশন
৩৪১/৫, দক্ষিণ বেহালা রোড
কলকাতা-৭০০ ০৬১
দূরভাষ ঃ ৪৯৩-০৩০৭
মুদ্রণ ঃ পি. সি. পয়েন্ট
(দূরভাষ ঃ ৪৪৬-৭৫৭২)
দাম ঃ ৩০ টাকা

জননীকে

পৃথিবীর বুকে তবুও কি ক্যালকুলেটার
কেবলই সীমিত সংখ্যা ফুটিয়ে তুলেছে ?
ডুবোজাহাজের ভিতরে থাকতো যে নাবিক
স্বপ্নেও তার জ্বলে ওঠে নি কি জোনাকি ?

মূর্খ

মূর্খ

মূর্খে ভরে গেছে বিশ্ব
আমারই ভিতর তার অর্ধেক।
মূর্খে ভরে গেছে বিশ্ব
আমারই ইতর, তার অর্ধেক ।

পার্শ্ববর্তিনীর প্রতি

আজ অপরাহ্ণে বাড়ি ফিরিবার সময় পার্শ্ববর্তিনীর ভর্ৎসনা শুনিয়া মনে হইল হাতপা লইয়া বাসে উঠা অনুচিত। তথাপি, কলিকাতার সমুদয় লোকজন হাত পা লইয়া বাসে উঠেন। কলিকাতার বহুলোকের মেরুদন্ড নাই তথাপি আমি কখনও কাহাকেও হাত পা গচ্ছিত রাখিয়া বাসে ট্রামে ভ্রমণ করিতে দেখি নাই। অথচ তাহা যদি সত্যিই সম্ভব হইত ......

শুনিয়াছি এ স্বদেশে কতিপয় মানুষ হাত পা মেরুদন্ড সঙ্গে করিয়া ভ্রমণ করেন না। এমন কি অকারণ খরচ এড়াইবার জন্য তাহারা ন্যায়অন্যায় অপমানবোধ আত্মসম্মান ইত্যাদি শব্দও ঘরে রাখিয়া চলেন।

সেদিন সুমঙ্গলানাম্নী এক কন্যা মেরুদন্ড ও বইখাতা সঙ্গে করিয়া দিল্লী ট্রান্সপোর্ট করপোরেশনের বাসে কলেজ যাইতেছিল। এই সময় একুশ শতকের দিকে আরো সোৎসাহ ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে আগাইতে চায় এই প্রকার জনৈক নাগরিক বন্যপ্রাণী বাসে উঠিয়া তাহার উত্তরীয় আকর্ষণ করিল এবং সংবাদে প্রকাশ তাহার প্রতি শূকরোচিত অর্থে সভ্যতা প্রদর্শন করিল কিন্তু সেই লাঞ্ছিতার পুরুষ সহযাত্রীদের কাহারও হাত পা ইত্যাদি সঙ্গে না থাকায় সেই শূকর এক সম্পূর্ণ অপমানিতা রমণীকে পুনরায় চপেটাঘাত করিয়া চলিয়া গেল।

আমার পার্শ্ববর্তিনীর নাম সুমঙ্গলা নহে। সুমঙ্গলা কলিকাতায় আসিলে এবং আমার পার্শ্ববর্তিনীর নাম সুমঙ্গলা হইলে আমাকে বুঝাইতে হইত না যে হাত পা সঙ্গে লইয়া চলাই মনুষ্যোচিত।

দুইটি সমান্তরাল সরলরেখা

দুইটি সমান্তরাল সরলরেখা আমাদের বাড়ির নিকটবর্তী কোনো স্থানে মিলিত হয় নাই। সম্ভবত তাহারা অসীমে কোথাও মিলিত হইয়াছে। ঘুমের ভিতরে নয়, প্রকাশ্য দিবালোকে কবিতার শত্রুরা হাতে লইয়াছে নিন্দাবাক্য। অথচ আমরা সেই মুষ্ঠিভিক্ষা লইব না। দর্পণে প্রতিফলিত চর্বির পাহাড়গুলি উর্ধ্বে নভোমন্ডলে ছুঁড়িয়া দিতেছে বহুরাষ্ট্রীয় আতশবাজি। আতশবাজি থামিলে রেডক্রসের মাধ্যমে বিতরণ করা হইবে দুলালের তালমিছরি। তাহাদের সবরকমের লম্বিত ও কুঞ্চিত কেশের নিচে সঞ্চিত আছে অপরিসীম ডলার। দেশ জুড়িয়া মূল্যের আগুন জ্বলিতেছে। বেগুনের দামে আর বেগুন পাওয়া যায় না, চিনি চিনি অপেক্ষা দুর্মূল্য। কেরোসিনের জেরিক্যানে সাতাত্তরটি দেশের উন্নয়নশীল শীত ও মাকড়সার জাল। শিল্পে অফুরন্ত মৃগীরোগীরা স্তব করিতেছে ঃ খুলির পাহাড়, খুলির পাহাড়, খুলির পাহাড়। ব্রিটিশের অর্ধস্ফুট পদশব্দ সংকলিত করিয়া কাহারা যেন কাঁদিতেছে গত সাতান্ন দিন। কান্না থামিলে, তাহারাই লালগেঞ্জিতে মেদবহুল দেহকান্ড ঢাকিয়া, শাদা শর্টসের নিচে রোমশ উরু যুগল উন্মুক্ত করিয়া তেতলা বাড়ির জিওগ্রাফি পড়ুয়া কন্যাদের মন জয় করিবার জন্য গ্লোবালাইজেশন লইয়া উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলিতেছে। এই দীর্ঘ রাত্রিতে গরুর বাঁটের অধিক পুষ্ট তাহাদের অর্থনীতিজ্ঞান গীর্জার ঘন্টার মতো ধ্বনি তুলিতেছে। সরকারহাট লেনের দিশাহীন মেয়েদের অপুষ্ট স্তনের পরিবর্তে একদিন তাহারা পাইলেও পাইতে পারে তৈলাক্ত বালিশ ও মুৎসুদ্দিয়ানা।

ইতোমধ্যে, তাহারা মানুষকে হাঁস বলিয়া ভাবিতেছে। ভারতবর্ষ নামক দেশটিকে ভাবিতেছে সার্কাসের তাঁবু। অথচ তাহাদের জানা উচিত সৌরজগতে স্থিত এই গ্রহটির উলঙ্গ বাল্যকাল নাই আর। আহত শূয়ারের মেদের মতো ফুলিয়া উঠিতেছে বঙ্গোপসাগর। ভলগা নদীতে পুনরায় বরফ গলিতেছে। কর্কট রোগের বিরুদ্ধে লেখা হইতেছে পৃথিবীর দীর্ঘতম কবিতা। আর আগুন পোহাইবার জন্য রিয়াং পাড়ার ছেলেরা পোড়াইতেছে

পতিতাবৃত্তির দলিল। অধীনতার দিগন্তে থাবা তুলিতেছে বাঘ। ঘাসের মাথায় গর্জন করিয়া উঠিতেছে নীল ফুল। অর্থাভাব মাড়াইয়া, মর্ষকাম ভাঙিয়া পুরানো তোরঙ্গ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে শীতের লাল সোয়েটার।

আমাদের শত্রু বাড়িতেছে। মিত্র বাড়িতেছে ততোধিক। জ্বলিয়া উঠিতেছে শ্বাশ্বত দেশলাই। সমান্তরাল সরলরেখাগুলি অসীমের কাছাকাছি চলিয়া যাক। আমাদের ভাড়াঘরের কাছাকাছি এখন ফুটিয়া উঠিতেছে অতিশয় পরিস্ফুট উত্তরাধিকার ও বাচন ক্ষমতা।

বারো তলার রেলিং-এর প্রতি

হ্যাঁ, আমার বলার ভাষা আলাদা
আমি বাঁশের চ্যাঙারিটাও যে আলাদা
সেটা তো মানো?
তবে ভাষার দোষ দাও কেন?
ওতে শ্বাসরোধ হয়
তোমরা বলোঃ মানুষ মানুষ
(কী রোমশ বিশেষণের মতো শোনায় এই নির্জন বিশেষ্য তোমাদের কোমল কণ্ঠে)
আরে মানুষতো তোমাদের ভুল ইংরাজির মতো একঘেয়ে নয়
যে ধাপধারা মুখস্তবিদ্যা
তোমার ইচ্ছা হলেই চেটে পুটে নেবে আরো তিনশো বছর ধরে
'মানুষ মানে তো এইরকম ....' তোমরা ভাগ করে দেখাও।
তোমরা যোগ করো। দেখাও।
তোমরা গুণ করো। দেখাও।
ভুল।
মানুষ হলো ফুটবলের গায়ে লাথি, বলপেটানো
মেয়েদের জোকার
উৎসবের রাতে প্রতিবারই নতুন হয়ে ওঠে
এমনকি তোমার আর আমার মধ্যে যে তফাৎ
তাও আমার আর তোমার মধ্যেকার তফাতের থেকে আলাদা
তুমি অভিজ্ঞ কর্মচারী দ্বারা চুল ছাঁটাতে ভালবাসো
আমি বাসি না
তুমি ভরাপেটে মিষ্টিমুখ ভালোবাসো।
আমি বাসি না

তুমি ভালোবাসো রং-করা নখ, ভালোবাসো চিবুতে
সেই নখ, ভালোবাসো চাটতে
সেই নখ
আমি ভালোবাসি জখম করার, জখম হওয়ার
আরাম

আর মানো তো, মানুষ একবার জিতলে
জীবনভর ক্রীড়ানুরাগী থাকে ?
আর তাইতেই জ্বলে ওঠে তার নিত্যদিনের ভাষা!
তাহলে ভাষার দোষ দাও কেন? কেন দিবানিশি
হাসাহাসি করে টানাটানি করো তার কান ?
আমাদের ভাঙ্গা জাহাজের পাশে ডুবো পাহাড়ের মতো জেগে আছে এই ভাষা
অন্তরিক্ষ থেকে আবির্ভূত আলোয় ভুতে পাওয়া জঙ্গলের মতো ছলাৎ ছলাৎ করছে এই ভাষা
বর্বরের মতো। একে দোষ দেওয়ার কোনো মানে হয় না
তেলহীন সলতে
জ্বলতে জ্বলতে
আগুন এখন বুকে এসে জ্বলছে
জ্বলবেই তো !
আমরা যারা গরিব, যারা রূঢ়
পাখি ধরলে যারা পুষে রাখি না
রেঁধে খাই
তাদের নিয়ে তুমি এতো ভেবো না

তুমি বরং বারোতলার রেলিং - এ ভর দিয়ে
তোমার ব্রণগুলোর দিকে তাকাও ।

টেবো হেসাডি

সমুজ্জল ইস্পাতের দিনগুলো শেষ হয়ে যাবে।
ঘাটশিলা, চক্রধরপুর, টেবো, শালবন শেষ হয়ে এলো।
শনিখা ভিঙরার অপুষ্ট দক্ষিণ হাত ভোরবেলা মুড়িদেওয়া শাদা কাপড়ের ভিতর
লুকিয়ে পড়বে এখন।
হেসাডির উন্মত্ত জোৎস্নাও লুকিয়ে পড়বে কোনো ঘন বনাঞ্চলে
চন্দ্রাহত নিশিথিনী, ভেসে যাওয়া ধানমাঠ ঢুকে পড়বে ঝোপড়া অন্নপূর্ণা হোটেলের
মালিকের জেবের ভিতর।
দেহাতের ভিতর, কোনো জীর্ণ নিরীক্ষণ ভবনের গায়ে তবু জেগে থাকবে
হস্তিনীর উন্মত্ত দাঁতের দাগ, পড়ে থাকবে উপড়ানো ভারি থাম,
ফায়ার প্লেসের পাশে বসে থাকবে অন্য পর্যটক, কিছু পোড়া ছাই
পরিচ্ছন্ন ভাবে বিতাড়িত হবে, থেকে যাবে লুপ্ত মাফলার ।

সমস্ত সিংভূম জুড়ে এই শীতে জমে উঠবে মূর্গাপাড়া,
গালুডিহির হাটে বিক্রি হবে মহুয়ার মদ, কালোপাথরের মেয়েগুলো
লালপাড় সাদা থান পরে নতুন কলসিতে করে বিক্রি করবে মহুয়ার মদ,
কাঁচা শালপাতায় বিক্রি হবে পোয়া পাঁচটাকা পুঁটিমাছ
প্লাস্টিক পাউচের ভিতর বিক্রি হবে বহুজাতিকের লংকাবীজ, মূলোবীজ,
টমাটোর বীজ, কীটঘ্ন ওষুধ।
সারা দিন ঘুরে ঘুরে ধরা ভুষো চিংড়ি নিয়ে সন্ধ্যে অবধি বসে থাকবে
একটি বিধবা মেয়ে একটি মলিন মেয়ে - গালুডির টিলার নিকটে ।

জাপানি লজের পাশে পচাপুকুরে গভীর জ্যোৎস্নায় ফুটে উঠবে শাপলাফুল
লজের সবুজ টিউবলাইট ছেয়ে থাকবে শ্যামাপোকা, ধারাগিরি প্রপাতের পাশে
বাঁশের ডগায় টাঙানো লাল শালুর পাশে হয়তো বা ফিরে আসবে

আউলবাউল কোনো গাঁ-পালানো সাধু

আর এই কলকাতায় মাদলের বোলটুকু গোল ধূসরতা দিয়ে ঘিরে
মানবজীবন থেকে চ্যুত হয়ে

তেরোই নভেম্বর থেকে পুনরায় শুরু হবে ভেষজকীর্তন । দিশাহীন শ্রম শুরু হবে ---
ছুট - ছুট শুরু হবে -- পুঁজির বশ্যতা শুরু হবে । হায়, এমন বশ্যতা ছাড়া,
এক ভুল লক্ষ্য থেকে অন্য ভুল লক্ষ্যের ভিতর নরিমান পয়েন্টকে স্ফীত-করা ছাড়া
অনাহার ঠেকানোর আর কোনো শুঁড়িপথ, গুপ্ত পথ

নিম্নস্বাক্ষরকারী পায়নি এখনো ।

বিচারাধীন

দিয়েছি টেন্ডার সমাজতান্ত্রিক এবং বুর্জোয়া বিশ্বে হে
সপ্তসিন্ধু আর পাঁচটি ডাঙা জুড়ে বাঙাল ছেলেটির দরপত্র ডাক
বিনুনিমূলে হবে বৃক্ষরোপন আজ, ঝড়ের আগে তাই চুপচাপ
শুষ্ক সলতেটি জ্বলতে জল চায় রুমাল নিংড়ে দাও দাহ্যজল
কর্মচারী কটা স্পর্শসুখ তবু এসেছে রবিবারেও কর্মবীর
খাটছে রাত থেকে মজুর চিন্তা সব বাড়তে বাড়তে বেলা দ্বিপ্রহর
সাঁতরে চলে যেই এলাম বুকজলে বললো বন্ধুরা আরেব্বাস !

করেছি কন্যার হৃদয়ে রেখাপাত এখন রেখাটি তার বিচারাধীন
তারায় তারায় আমি ভাড়াটে বসিয়েছি, পাড়ায় দয়া করে খবর দিন।

‘তুমি নিজে ঝরে গেছো, হরিতকি ফলের মতন’

‘বাঁচা তবে শুরু হোক। তোমার কি শেষ হলো কাজ ?’
ট্যারা চোখে, বাতিকের ঘোরে, বলেছে আগুনেপোড়া গাছ

‘মুহূর্ত প্রহর দিন মাস ঋতু বৎসর বৎসর চলে ভেসে
সর্পদষ্ট হয়ে — জনস্রোতে — পৃথিবীর অনির্ণেয় কলার মান্দাসে
এই রাত্রি নিশিথীনি চ্যাংমুড়ি কানি তারে আমি চিনি’
বলে ওঠে — বলে বলে ওঠে — পাতাহীন সেই প্রেতযোনি

শুনে সে বিলাপবাক্য — দূরে — রাতের রোমশ ব্যবধানে
শীত নামে জনপদে ইঁদুরশাসিত সব বিবস্ত্র দালানে
মানুষেরা যারা ভিতু, যারা ভেতো, গরিব, অসরিসীম কুঁজো
শুরু করে — বাম নয়, ডান হাতে — পৃথিবীতে মনসার পুজো
অসূয়া-আক্রান্ত সেই দেবী — বস্ত্র তার অহংকারে হয়েছে উজ্জ্বল
তবু কেন বিষে নীল — আজো নীল — মানুষের সব মনোবল

মৃত গাছ, জীবিত গাছেরা সব শোনো ঃ পৃথিবীতে বেচাকেনা থামেনি এখনো
তবু এই নেপালি ছেলেরা, পথ ভেঙে পথ ভেঙে আসা এইসব পাহাড়ি হরিণ—হরিণেরা
সবুজ ঘাসের খোঁজে এই কলকাতায়-খলিসাকোটায়, চাঁদপুরে, রাজবাড়ি কলোনিতে আজও
জাগায়ে রেখেছে — পৌষসংক্রান্তির শীতে, হাসিমুখে — রাতের পাহারা।

তুমি কি দেখনি সেই মুখ সেই শোভা ? দেখনি কি তারায় তারায় মিলে
মুগ্ধরাতে — আকাশের ঘন জনসভা ? দেখনি কি বুকের মিনিটবুক খুলে
দুয়ে দুয়ে পাঁচ হয় — সভ্যতায়, সিভিলাইজেশনে — ভুলে আর ভুলে ?

যদি তা দেখতে তুমি হায় তোমার মননে তা কি ছড়াতো আবির ?
ভিড়ের ভিতরে তুমি একা, একার ভিতরে তব ভিড়।

গুজব

ভাইয়ের সংসারে থাকা হাবা বোনের মত হে প্রাণ হে আমার ম্রিয়মান প্রাণ
আজ এই সন্ধ্যাবেলা আড়ালে রয়েছ কেন চুপে ? গভীর রাত্রির দিকে
সন্ধ্যা দ্রুত এলো বলে তোমরাও কি অভিমান হলো ?
বাগানের পথগুলি, আতঙ্কজনক লোমে, বানরের লোমে, ভরে গেলো বলে
তোমারও কি কষ্ট হল খুব ? মাঠের নিকটবর্তী বাড়িগুলি থেকে
শিশুদের জনরব মুছে গেল বলে তোমারও কি ভয় হল আজ ?

দেখো, ডাইনি খুঁজতে ওরা কীরকম বেড়িয়েছে নগর ভ্রমণে
আর সারারাত
আমার মাথার ভিতরে ফাল পাড়ছেন অগ্নিকুণ্ডে ভগবান রাম

ভোর ভোর টালির নালার পাশে কিনারে কিনারে স্নান সারছে
সারারাত্রি যাত্রা দেখা মুচি পরিবার
আর তারই জন্য, ঝোপড়া দোকানে, দাউদ আলি আগুনে সেঁকছে হাতরুটি

আপাতত, জলজ শালুকগুলি ভিক্ষুকের মত ফুটে আছে
বলো প্রাণ, দুঃখী কবলিত প্রাণ
চৌষট্টি গুজব মুছে যাক, আর কোদালিয়া গ্রামের ছোট্ট মামনির মন থেকে মুছে যাক

মুসলমানের ভয়।

শিকার

শীতের প্রথম শিকার আমি। সে আমাকে
মুখে করে উড়িয়ে নিয়ে যাবে কাল
পিছনে পড়ে থাকবে তোমাদের শ্যামাপূজা, বাজি
মোমবাতিজ্বালানো বারান্দায় সবুজ মেয়েমানুষ
আমার অনুপস্থিতিতেও কলকাতায় শীত আসবে
বড়রাস্তায় হ্যালোজেন আলোকে ঘিরে থাকবে অনেক কুয়াশা
'যমদুয়ারে কাঁটা' বলতে বলতে ময়দানে সূর্য উঠবে পরশুদিন।

প্রথমে যে পাঠিয়েছিলো ঝটিকাবাহিনী বৃষ্টি, সেই শীত
বিদায় লগ্নে আমায়
খনি গর্ভে ধরে নিয়ে যাবে আগামীকাল
পয়সা রোজগার করার জন্য।

জিলিপি

জিলিপি

জিলিপি কোনো শিলালিপি নয়। জিভে দিয়ে দেখো
সহজেই পাঠোদ্ধার করতে পারবে।
প্রাচীন কালে আবিষ্কৃত হয়ে আজও তা ভাজা হচ্ছে
এই পশ্চাৎবঙ্গের সমস্ত গ্রামীণ মেলায়।
এই মাটি যখন অক্ষর চিনতো না
গোধূমের গন্ধবহ সেই অতীতেও
রমণীয় পুরুষ ও পুরুষালি রমণীরা এই জিলিপির মাধ্যমে
উন্মোচন করতো নিজ নিজ মনোভাব ও গোলচক্কর

পৃথিবীর সরলতম ভোজ্য এই জিলিপি
কিশোরীর প্রতি সামাজিক সুবিচারের মতো লাল
এই জিলিপি ভাজা হয় ফুলডুবির পুলের সামনে বিকেলবেলায়
চাষিদের ভিড়ের ভিতর
অথবা ষষ্টির মোড়ে
বৃষ্টির ঘোর মফস্বলে।

এর বৈশিষ্ট্য হলো আড়াই প্যাঁচ ; এর স্বাদ ন্যায় অন্যায়ের
ধারণার কাছে মসৃণ।
টোপা লোকেরা এগুলো খায় যাতে মামলা লড়ার সময়
উকিলদের সামলানোর মতো
মাথা খোলে

তুমি খাও, তুমিও বুঝতে পারবে
জিলিপি কী ভাবে তার নিজের পথে চলছে।

তুলনামূলক

মৃত মানুষেরা প্রধানত ঝোলভাত খায়
শীতের শব্জিও তারা প্রয়োজনে খায় কদাচিৎ
চলাফেরা করে তারা, কাজ করে, এমন কি পানীয়ও কিছু কিছু নিয়ে থাকে তারা
(পিপাসা অবশ্য নেই, পিপাসার মতো কোনো বাধ্যবাধকতা নেই)
রাত্তিরে ঘুমোয় তারা, ভোরবেলা মলত্যাগ করে
এমনকি নারীর সঙ্গে সহবাসও করে নিয়মিত
অবশ্য বলে না কথা, বার্তা তারা ই - মেলেই দেয়

মৃতেরা কেবল শুধু পুস্তক পড়ে না
ঘাসের উপর শুয়ে ভাবেও না ভূতভবিষ্যত
বড় হয়ে গেছে বলে কষ্ট হলে কাঁদেও না আর

বস্তুত মৃতের সঙ্গে জীবিতের তফাৎ খুব একটা কিছু নেই।

ভাত
('কী করিতে হইবে')

একটা আগুন
হাঁড়ি
বুকভরা জল

এবার রাগি আগুনটাকে
চাবকাও
নীল শিখাটাকে
তোলো
উষ্ণ চুম্বনে
কয়েক শতাব্দির শীতলতা
ভেঙে যাক

যদি
খিদের হাওয়াটা ওঠে
যদি
জানালার পাল্লাগুলো
আছড়ায় ?
বেশ
বেশ কথা ।

তছনছকরা আঘাতে
সাবেকী ঢাকনাগুলো তো
কাঁপছে

ডাকো

ভাতের দরদিদের ডাকো

ডাকো

মারখাওয়া মানুষদের

দেখাও

চাল....

চাল কীকরম ভাবে ......

চাল কীরকম ভাবে ধীরে ধীরে

ফর্শা

ভাত হয়ে আসছে।

কন্যাদায়

শোনা কথা নয় হে বিদ্যায়তন
মাটির মতন স্বাস্থ্য তার
হায়রে মারাত্মক বাঙাল আমি ভুল ক্রমে
হুড়মুড় করে
বুকে দুহাত ভাঁজ করে
বিবেকানন্দের মত
ছাপা হয়ে গেছি লেটার প্রেসে আড়াই হাজার শব্দে
এখন শীর্ষাসনে উড্ডীয়মান
দাউদাউ করে ভিজে যাচ্ছি
নিরন্ন পতঙ্গেরা
পতনের আগে পশ্চাতে
দৌড়োচ্ছে আমার।
তবু যোগ দেবই দেবো ওই রোমহর্ষকর পদে
পৃথিবীতে রোমহর্ষক
নইলে জলে ডুবে জলাতঙ্ক রোগে মারা যাবো
কলেজ ক্যাম্পাসে
রাতারাতি রঙিন পোষ্টার পড়ে গেছে
দৈনিক ভূমিকম্প হচ্ছে
কুরুক্ষেত্র থেকে নিক্ষিপ্ত শররাশি
আমাকে ছেঁকে ফেলেছে মশা
আমাকে নব্বুই ভাগ খেয়ে নিলো
তবু আমি ভেবে যাচ্ছি, হে বিদ্যায়তন
আমাকে চেক ভাষা শিখিয়ে দাও আমার উচ্চাকাঙ্খা আছে
আপ্যায়িত না হয়েও আমি প্রীতিভোজে যোগদান করবো

প্রকাশের ব্যাপারে কোন সাবধানতা রাখতে পারবো না
কষ্ট করে অবরোহন করে
পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত নেমে আসবো সুঠাম
ভীষণ জুলুম চলছে সদর দরজায় গত পঁচিশ দিন ধরে
ঘন ঘন অন্যায় জুলুম চলছে
ঘন ঘন প্রতিটি পরবর্তী দরজায় লাথি পড়ছে
হে প্রায়োপবেশনরত অনুভূতিমালা
আমি তোমাদের ছেড়ে যাবো না
শোনো বিশ্ব প্রকৃতি, শোনো জলবায়ু, শোনো আবহমণ্ডল
উন্মাদের বুকে আজ ছাপার কাজ চলছে প্রচ্ছদের
তবু দুপুর পর্যন্ত মূল ঘটনাটি কেন অনুপস্থিত ?

হে বিদ্যায়তন, হে প্রপিতামহ, হে সর্বস্বত্বসংরক্ষিত
আজ আমার বড় কন্যাদায়
মমতাময় আমি মেঝের উপরে ছটফট করছি

আজ, পাঁচশ পঁচিশ দিন।

কালো পিঁপড়েরা

গর্ভিণী নিরবতার ভাবী সন্তানের পিতাকে
খুঁজে বার করার জন্য বেড়িয়েছে
কালো পিঁপড়েরা
আর কালো পিঁপড়েদের খুঁজতে বেরিয়েছে
সাদা পোষাকের পুলিশ
সাদা পোষাকের পুলিশকে খুঁজতে বেরিয়েছে
আকাশভরা হাহাকার
আর হাহাকারের পিছনে চলেছে বাপ - মা হারা
তারা
তারার পিছনে চলেছে সুপুরিবনের হাওয়া

গর্ভিণীর নিরবতার তদন্ত হওয়া উচিত
তদন্ত করছে কালো পিঁপড়েরা ।

একটি প্রাক্তন উপনিবেশের পিতামাতার কর্তব্য

টিকা
পাঁচ বছর হতে না হতেই।
সুলক্ষণযুক্ত শিশুদের জন্য পিতামাতার কর্তব্য।
সুতরাং হে পদ্মলোচন ও প্রতিপালক পিতামাতা, বেশি দেরি না করেই
খুব বেশি ঢোঁক না গিলেই
ঠেলে তুলুন ওকে — ঠেসে ধরুন
দ্রুত ধাবমান
কোনো 'স্কুলভ্যানের গায়ে।
(সাবধান ! দেখবেন যেন লেখা থাকে ঃ সেন্ট পলস চার্চ দ্বারা পরিচালিত)
নইলে বয়স বাড়লে ওকে ঘুঘুডাঙার পথে পায়ে হেঁটে বাজার করতে হবে
আর অবিরাম পাশ দিতে হবে
লাল মারুতিদের। সুতরাং সময় থাকতে ....
সুতরাং সময় থাকতে ওকে রক্ষা করুন
আর হাতের শিরায় গুঁজে দিন মদিরেক্ষণ মদ
যাতে, খুব দ্রুত ও হয়ে ওঠে
বেধড়ক বেদজ্ঞ
আর সারাজীবনের জন্য শিখে ফেলে ঃ
১। আমরণ জামার ক্রিজ সামলানো
২। কাঁধ ঝাঁকানো
৩। অঙ্ক খাতায় সহপাঠিনীর দিকে ছুঁড়ে দেওয়া যৌন জোক
৪। খ্যাক খ্যাক করে হেসে ওঠা
৫। আর বলা ঃ ফাক ইট ! আর পড়া ঃ ফাক ইট ! আর দেখা ঃ ফাক ইট ! ফাক ইট !
৬। আর চিবুতে চিবুতে দাঁতের ফাঁক দিয়ে ছেড়ে দেওয়া
পিতা মাতার শখ — 'ফ্লুয়েন্সি ইন ইংলিশ'
আহা কি অবিরাম ....

যেন নর্দমার মুখে জলোচ্ছাস!

পুরস্কার

ওই যুবককে হত্যা করলে দেওয়া হবে
কুড়ি বিলিয়ন ডয়েশ মার্ক
ওই যুবতিকে হত্যা করলে দেওয়া হবে
কুড়ি বিলিয়ন ডলার

ওই যুবকের অসুখ
ওই যুবতির অসুখ
আজ গভীর রাত্রে
শুতে যাওয়ার আগে
ওদের হত্যা করলে
দেওয়া হবে
(জীবিত বা মৃত অবস্থায়)
কুড়ি বিলিয়ন পাউন্ড

যুবকটির কঠিন অসুখ
যুবতিটির কঠিন অসুখ

তবু যদি ওরা এক বিছানায় শোয়
তবে দশমাস দশদিন পর
জেগেও উঠতে পারে
শঙ্খযন্ত্রণা
আর, সন্ধে সাতটা নাগাদ
আছড়েও পড়তে পারে
জানোয়ারের পিঠে চড়া
ঝড়। পৃথিবীময়।

এই গ্রহের সবকটা বড়ো শহরে
কোমর পর্যন্ত উঠে আসতে পারে
ভূমধ্যসাগরের
লবণাক্ত জল।

তাই সমকামী বুদ্ধিজীবী
চটচটে রাজনৈতিক নেতা
ও বাজারি কাগজের লোলচর্ম সম্পাদকদের কাছে
আবেদন ঃ

যদি পারেন মধুচন্দ্রিমা আটকাতে
যদি পারেন ভোর হওয়ার আগেই সূর্যের গায়ে জল ঢেলে দিতে
তবে
নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখুন ঃ
জর্জ বুশ,
ফিজিওথেরাপিস্ট,
ইউনাইটেড স্টেট্‌স অব আমেরিকা
অথবা
দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র
মিসেস মার্গারেট থ্যাচার,
লন্ডন,
ইউনাইটেড কিংডম

যথার্থ হত্যাকারীকে
(পশ্চিমি শহরগুলিতে যাতায়াত ভাড়াসহ ডাকিয়া)
দেওয়া হয়

শান্তি পুরস্কার

শহরের কাছাকাছি এক প্রজাতি সম্পর্কে

এই হচ্ছে সময়
যখন
পছন্দমতো জামার ভিতর
গলিয়ে নিতে পারো
মাথা

এই হচ্ছে সময়
যখন
আকাশ আর তারাদের ছবিআঁকা জামা
তুমি পড়তে পারো
বেশ নিরাপদেই

এখন
বেশ নিরাপদেই তুমি বিপ্লবী
হয়ে উঠতে পারো

ডাকতে পারে কনভেনশন
ট্রামলাইনের উপর মাইক রেখে
চলতে পারে
নাতিশীতোষ্ণ বক্তৃতা

আগুন ও জল সম্পর্কে তুমি
সর্বাধিক পরিমান ঘাম ব্যয় করে
লিখতে পারো
যেমন খুশি কবিতা।
ব্যবহার করতে পারো

সমস্ত বিপ্লবী উপমা, অলংকার
ও সারেগামা।

এবং সেজন্য ভোর ভোর
তোমার পাড়ায়
পুলিশের গাড়ি
ঢুকবে না

এই হচ্ছে সময়, যখন
তুমি আগুন নিয়ে খেলা করতে পারো
বেশ সহজেই

জগুবাবুর বাজারের বেগুনকে বলতে পারো
'শ্রেণীশত্রু'
কয়লার দোকানের মালিককে বলতে পারো
'সাম্রাজ্যবাদের দালাল'
এবং সারা দুপুর কাগজের অফিসে ঘুরে ঘুরে
মায়োপিয়াগ্রস্থ চশমার নিচে খুঁজতে পারো
'প্রলেতারিয়েত'

তুমি দিতে পারো
গরম বক্তৃতা এবং চরম বক্তৃতা
বয়কট করতে পারো ট্রেডইউনিয়ন
সাক্ষরতার ক্লাস
কেননা, মাছি মারায় তোমার
কোনো উৎসাহ নেই

তুমি অস্বীকার করতে পারো
তোমার চোখকে
কানকে

আর ডাঙার শুঁটকি মাছেরা
যখন তোমার
নগ্নতা দেখে ফেলে

কথা ঘোরাবার জন্য, তাড়াতাড়ি
তুমি চিৎকার করে ওঠো ঃ
আমাদের দেখানো উচিত
দোতলাটাকে
বাঁচিয়ে রাখার
সৌজন্য

যদিও
একতলাটাই ভেঙে ভেঙে
ধ্বসে পড়ছে।

পুরোনো কালিবাড়ি লেন

না। আর আমরা মৃত্যুর কথা বলবো না। অনাথ আশ্রমের কেয়ারটেকারের সাথে মানুষের নৈতিক অধঃপতন নিয়ে কথা বলবো না আর। পরম পূজনীয় মোমবাতিটিকে তুলে ধরবো প্রদোষকালে, ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস। দেশের কথায় ভরপুর রাখবো মানুষের ঘর। পচনশীল কাজগুলোকে সমাপ্ত করবো। কার্যকর করবো উন্মাদ পরিকল্পনা। পরবর্তী শীতে প্রতিদিন স্নান করবো, ঠাণ্ডাকে ভয় করবো না। ভোরবেলা স্বহস্তে তালা খুলে বাড়ির ভিতর ঢোকাবো একদঙ্গল হাঁসমুরগী। গভীর জলের ভিতর থেকে ফিরে যাওয়ার দিনের সেই দারুণ চোখদুটিকে উদ্ধার করবো। আগুনজ্বলা অশ্রুনদীর উপর প্রথম হুগলী সেতু দ্বিতীয় হুগলী সেতু তৃতীয় হুগলী সেতু নির্মাণ করবো আমরা।
সবাই মিলে ছেপে বার করবো এলোমেলো উদ্ভট রঙিন গরুর রচনা। সকলকে ডেকে এনে দেখাবো আমাদের কাব্য প্রতিভা। ছাপাখানার নিস্তব্ধ ছেলেদের বেগুনচাষ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করবো। রাস্তায় ফ্লাডলাইট জ্বালিয়ে শুরু হবে শতাব্দির সেরা ফুটবল টুর্নামেন্ট।

প্রাণ ফিরিয়ে দেবো প্রাণ ফিরিয়ে দেবো

আমাদের এই
আমপাতা জোড়া জোড়া
জল জমা, দীর্ঘ ঈ-কার

মসজিদ রোড ও পুরোনো কালিবাড়ি লেন।

উৎসব

উৎসব

আজকের দিনটা একারণে ভালো যে অভ্যাসের ধুলোভরা তোষকের নিচ থেকে
বেরিয়ে পড়েছে আমাদের সপ্তর্ষিমন্ডল
আর বছরভর রান্নাঘর পরিষ্কারের কাজে লেগে থাকে যে বাঙালি মেয়েরা
তারাও আজ কথা বলছে পরচর্চারহিত বাংলা ভাষায়
আজকের দিনটা একারণে ভালো যে এস-২২ হু হু করে ছুটেছে আর
টিকলুর বন্ধুদের দেখে হি হি করে হেসে উঠেছে টুম্পার বন্ধুরা
আজকের দিনটা একারণে ভালো যে হুইলচেয়ার চালিয়ে আমরা চলেছি
সারা বাংলা দৌড় প্রতিযোগিতায় আর ভাঙা সাইকেল ছুটেছে
দেশভ্রমণে
আজ আকাশের মোটাসোটা মেঘটার কানেও গোঁজা রয়েছে সুগন্ধী তুলো
তারাদের হয়েছে নতুন জামাপ্যান্ট
এখন অরবিন্দ কলোনির নর্দমার পাশে গরম তেলে ছাড়া হচ্ছে জিলিপি আর
কাঁচারাস্তার আড় হওয়া রোদে মাটিমাখা মুখগুলোয় কোলারের স্বর্ণখনির গহ্বর থেকে তোলা
ছিনিমিনি আনন্দ
জেলা টিবি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে নতুন লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলেছে
অটোরিকশ
শ্যাওলাধরা পাঁচিলগুলো ভেঙে পড়ছে আর চওড়া হচ্ছে বাগপোতার রাস্তা
পাঁচবাড়ির কাজ সেরে একপুকুর জলে মাথা ঘষেছে পার্বতি আর শোভা
দুই সখী এখন চরতে বেড়িয়েছে
একটু পরে কালোগাড়ির পিছনে 'অন্ধকার অন্ধকার' বলে ছুটে
বাচ্চারা ছুঁড়বে
উড়ন তুবড়ি
আর রংমশালের আগুন খাবে বলে ভিজে কাঁথায় ভরা সুরঙ্গ থেকে
বেরিয়ে পড়বে
বাংলার মেঠো ইঁদুরেরা ।

বৃষ্টি

বৃষ্টি এসেছে বৈশাখে
মেঘ তার বই, বুকে চাপা
বৃষ্টির মতো পড়ুয়া
এ পাড়ায় নেই, বেপাড়ার
ছেলেরাও খোঁজ করছে
ফর্শা নয় সে, চাপা রং
নগরের পথে সাধারণ
বৃষ্টির মতো পড়ুয়া

বাস থেকে নেমে ভিজলাম।

ক্রিমজন রেড

মানুষ অমর। তুমি স্বীকার করো আর নাই করো।
দেখো আসন্নপ্রসবা মাটিকে পাহারা দিচ্ছে কোজাগর রাত্রি
ক্ষতস্থানগুলোয় জ্বলে উঠছে সহস্র শক্তির ফ্লাডলাইট। অন্ধকার আকাশের
পশ্চিম থেকে পুবে মেসোমশাই সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছেন
এতদূর থেকে বোঝা যায়না কোনটাই বা তার আতপ্ত মুখ
আর কোনটাই বা তার পুরু ধুলোর পোষাক। পোষাক মানে তাঁর সেই
নিশ্চয়তা যা পরিধান করে তিনি আপিস করতেন।
আজ তিনি সারাদিন টো টো করে রোদে রোদে ঘুরেছেন।
বাপব্যাটা মিলে খুঁজে বেরিয়েছেন আগুনমঞ্জরী। নীচে ঝাড়ুদারবাহিনী গলায় গলায়
পাড়ায় পাড়ায় ঢেউ তুলছে বিশাল ফুলঝাড়ু হাতে। আবু বাচ্চাদের জন্য ওরা উদ্ভাবন করেছে
চিরদিনের রাজতিলক। শতাব্দির শোরগোলের ভিতর দিয়ে রঙ বদলাচ্ছে সবুজ টমাটো।
গভীর রাত্রির বলহরি হরিবোল ভেদ করে ভোরের আগেই আকাশ হয়ে উঠবে
ক্রিমজন রেড। পথশ্রমে ক্লান্ত পুন্নমুহন তিপ্রার বুকে বহুদিনের জং ভেঙে
ফেটে পড়বে মানুষের-সাধ্য পিপাসা।

এখন সাইকেল রিকশ চালিয়ে শন শন করে দৌড়য় ভোরের বাতাস।
আলো ফুটবার আগেই শুয়োরের রোঁয়া ওঠা বাচ্চারা ঠ্যালাঠেলি করে ঢুকবে ইঁদুরবিবরে।
জগতের অবস্থা,পরিণাম নিয়ে নতুন বিবাদ বাঁধবে কলেজের গর্ভগৃহে। ভোরের কাগজ
মেলে ধরার আগেই লবনের হ্রদগুলো উত্তাল হয়ে উঠবে। পাহাড়ি সুগন্ধে
ফের পাগল হয়ে উঠবেন শান্ত বসুমতী।

শিশু মাতঙ্গের পিঠে চড়ে আসবে রূপকথার রূপবতী কন্যা। ছেঁড়া ত্যানায় ঢাকা
অব্যয় পিরিতিগুলো মাথা তুলে দাঁড়াবে। ছোটোলোকদের মুখে খই ফুটবে।
নেকড়ের দাঁতের ফাঁক থেকে খসে পড়বে কালপ্রহর।

একটু পরেই শৌর্যময় দিনের শুটিং শুরু হবে। শুরু হবে শিদল শুঁটকির গান।
এসো, যোগদান করো।

উত্তর কাছাড় পার্বত্য অঞ্চল

লাফিয়ে নামা জল, আমার দিকে
তাকাও
আমি তোমার
পাশের বাড়ির
ছেলে

অহংকারী পাহাড়, আমাকে পথ
দাও
আমি তোমার
পাশের বাড়ির
মেয়ে।

জনগণতান্ত্রিক কবিতার ম্যানিফেস্টো

মজুরদের জন্য সাহিত্য ?
কী ব্যাপার ওটা?

কোনো পাগলাগারদ থেকে ভেসে আসা রবীন্দ্র সঙ্গীত ?
চিড়িয়াখানার শিম্পাঞ্জীদের জন্য দৈনিক বরাদ্দ পাউরুটি ?
টাইফয়েডভোগা ছেলেটার জন্য দুচামচ মহাভৃঙ্গরাজ ?
দু'পা ল্যাংড়ার জন্য জুটিয়ে আনা ক্রাচ ?
থুত্থুরে বুড়ির দিকে বাড়িয়ে দেওয়া ভিক্ষার করুণ আধুলি ?
কাজের লোকের জন্য মাটির উপর রাখা একগোছা রুটি ?

কোনটা ? নরম বুদ্ধিজীবীরা ?

নমস্কার, বুদ্ধিজীবীমশাই!
আপনার 'কারখানার লোকেদের জন্য' লেখা
পড়লাম ।
শুনুন
আমাদের প্রয়োজন নেই।

কারখানার মেশিন, ক্ষেতের মাটি, আকাশ, গাছপালা, পোকামাকড়
শহরের রাস্তার বড়ো বড়ো হোর্ডিং,
খেলার মাঠ,
আশ্বিনের বৃষ্টি, পুকুরের জল,
বাচ্চাদের জুতোর ফিতে
সবটাই
একদিন হবে আমাদের ।

শোনো, আমরা হলুম
পৃথিবীর ভবিষ্যৎ

গুরুজন।
এই মাটির
একমাত্র দায়াদ।
এই মাটির উপড়ে আর নীচে
যা আছে
তা সবই একদিন
আমাতে বর্তাবে
আমাদেরকে বর্তাবে ।

আমি
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম - এর
ভবিষ্যৎ মালিক
তাই গোটা দলিলটাই
নিঃশেষে
মুখস্ত করে ফেলতে চাই।

দেখতে চাই সবকিছু
শিখতে চাই সব। সব জাদুবিদ্যা।
সব কিছু।
সব কিছু।
সব কিছুই ।

আমি ঘ্রাণ নিয়ে দেখতে চাই জলের গন্ধ
নোনা জলের মাছেদের জীবনযাত্রা
সূর্যের রাসায়নিক কারুকার্য
আর, চলমান পিঁপড়েদের
কানে কানে কথা বলার
শব্দ।

আমি দায়াদ
পড়তে চাই বইপুস্তক, গোটা লাইব্রারিটাই।
করোটির ভিতর উপুর করতে চাই
গোটা সপ্তর্ষি মন্ডল।

আমি লিখতে চাই সবকিছু
যা কিছু আজগুবি, বেপরোয়া আর অর্থময়।
লাল কালিতে দাগাতে চাই সব বই
বানাতে চাই যা সবার, যা ভবিষ্যতের
যা আমার বন্ধুদের দেবে
সূর্যের সংসারে
খেটে খাওয়ার শক্তি ।

আমি লিখতে চাই কবিতা
মাছ ও মজদুরদের জন্য ।

ল্যাটা মাছকে নিয়ে লিখবো আমি
ঝোলের বেগুন নিয়ে লিখবো
আমি বড়ঘরের মেয়েদের মন খারাপ নিয়ে লিখবো
আমি বাইশ নম্বর বস্তির বয়স্থা ডলি বৌদিকে নিয়ে লিখবো
(ডলি বৌদি আজ কোনরকমে নাকেমুখে গুঁজে
পুষ্পর সাথে ম্যাটিনি শো- এ সিনেমায় যাচ্ছে)

আমি ডোরাকাটা বাঘগুলোকে হুকুম দেবো
টেবিলের তলায় ঢুকে পড়তে।
আমি হুজুরের জন্যে হবো জুজু
আর মজুরের জন্য বুকভরা হাসি ।

'কারখানার প্রকৃত অবস্থা' নিয়ে লিখবো না
চিবিয়ে ফেলা চুয়িংগাম

মুখ থেকে বার করে বলবো নাঃ
এই নিন, মজুর ভাই
'প্রকৃত অবস্থা'
আমি প্রকৃত অবস্থার পিছনে খোচর লাগিয়ে দেবো
আমি তক্কে - তক্কে থাকা রাজনৈতিক নেতাদের
ভূতে বিশ্বাস করাবো
যাতে ওদের রাত্তিরের ঘুমকে
কুকুরে ধরে।

আমার কবিতা হুজুরের জন্য আর
মজুরের জন্য
যেমন একটা কার্তুজ
প্রথমে থাকে হত্যাকারীর
এবং পরে হয়
নিহতের।

আমি মোল্লা আর পুরুতদের বুকে
কার্ডিয়াক বেদনা এনে দেবো
মৃত্যুভয় দেবো
আমি রহিমুদ্দির আসন্নপ্রসবা পুত্রবধূর জন্য
দোয়া মাঙবো
আর সদ্য ক্ষেত থেকে ফেরা তার বরের অস্থির চোখে দেবো
সবুজ হাতিশুঁড়ের রস।
সুন্দর আর নিরাময় হোক তার চোখ।

মাফ করবেন,
মজুরদের জন্য লঙ্গরখানার খিচুড়ি
আমরা রাঁধতে পারবো না।

পূর্বমুহূর্ত

ঝর্ণাজলের শব্দ শুনতে এসে দেখতে পাবে তুমি গলায় শাড়ির দাগ
পুলিশ কি ঝর্ণাজলের শব্দ শুনতে পায় না? যদি পেতো, দেখতো
এই পাহাড়লুঙ্গায় কেমন করে ঘটে শ্বাসরোধ। মাধুর্য মাধুর্য বলে
কারা ভাবরসে নিমজ্জিত? কারা শূকরবালিকাদের সাথে
করে গীতিকবিতার চর্চা? হে প্রকৃতিপিরিত, তারা কি জানে
কোন কাদায় জন্ম নেয় ক্যাম্পেরবাজারের প্রতিটি চাকমা পরিবারের শিশুরা ?
আর কোন লাকড়ির আগুনে মরতে যায় তারা ? জানে কি সে
আঠারোমুড়ার শীতার্ত টংঘরগুলো কোন চুয়াগের নেশায় টলে ওঠে? যদি জানে
তবে এই অশালীন নিসর্গপ্রণয় অনূঢ়া মেয়ের মতো তাকে লজ্জিত করে নাকি ?
মুখে তারা সুরাসেবনের রুচি চলে যায় না কি, পনেরো দিন ?

গরু খুঁজতে এসে হারিয়ে যায় ঝর্ণাজল। ঝর্ণাজল তিপ্‌রার মেয়ে।
তার শরীরে কামোন্মত্ত অত্যাচারের গন্ধ। সেই গন্ধতেই এয়ারপোর্ট থানা এলাকায়
উত্তেজনা ছড়াতে পারে, মনে করছে পুলিশ। পাশাপাশি সব জায়গাতেই ছড়াতে পারে
উত্তেজনা। আগুন জ্বলতে পারে কাছাকাছি কোনো শুষ্ক বনাঞ্চলে, শহরের রাস্তায়
জ্বলে উঠতে পারে মন্ত্রীবাড়ি রোড, সারি সারি মারুতি উদ্যোগ,
বন্ধ হতে পারে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বাসন্তিরঙের কমলালেবুর দোকান,
উলঙ্গ নয় এমন প্রতিটি মানুষের ঘরে শুরু হতে পারে
ধিক্কার ও বিদ্যুৎহীনতা। প্রতিটি বৃদ্ধ ফিরে পেতে পারে তার যুবকদিনের রাগ,
প্রতিটি বৃদ্ধা তার বয়সকালের মুখরতা.......
তবু হয়নি কিছুই। এই স্বাভাবিক অনাবৃষ্টির জনপদে, এই অস্বাভাবিক সহনশক্তির জনপদে
নৈরাজ্যের এই শীতকালীন ঘৃণ্য উদ্যানে মাইক বাজিয়ে শুরু হয়েছে
অষ্টপ্রহর ও পৌষপার্বণ।

শুধু কলেজটিলার জলে ছায়া ফেলে প্রেমিকের সাথে বসে ছিলো যে মেয়েটি
সন্ধ্যে হয়েছে বলে তার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিলো আর দ্রুত পায়ে বাড়ি ফিরবার পথে
মোড়ে মোড়ে তাকে শিস্ দিয়ে ডাকছিলো
স্বাধীন ভারতবর্ষ

বাড়ি ফিরে তার সমস্ত শরীর জুড়ে প্রথম ঋতুর মতো জ্বালা করে এলো
আর সারারাত অবমানিতের মরমবেদনা তার সারা দেহ জুড়ে জ্বেলে দিলো
তারাবাজি

শরীরবিদ্যাকে মিথ্যে করে, বলো, ত্রিপুরার মেয়ে
সে কি কোনো দ্বিতীয় ঋতুর আবির্ভাব?

লোটা কম্বল

জোরো স্বপ্নগুলোকে কোমরে বেঁধে নিয়েছি
চিন্তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছি জলে জঙ্গলে
মা - পাখি, তুমি আমায় বলো কেমন করে নীল ডিমগুলোকে
সামলাও তুমি? কেমন করে বানিয়ে নাও নতুন কোনো বাসা নতুন কোনো
পাতার আড়ালে ?

যুগ থেকে যুগের উত্থানে
প্রণীত এই নদীপথ। এ কি একনিঃশ্বাসে মুছে যাবে ? অসম্ভব।
আকাশের ভিতর বসানো আছে সেলাইমেশিন
নতুন যুগগুলো সেলাই হয়ে আসছে। সেখানে
দর্জির কাজ করে ইতিহাসের পাতারা। আর আগের মানুষেরা
তার তদারকি করেন। তাঁরা বেশি পয়সার লোভে
বাজারের কাগজগুলোর মতো বেশ্যার দালালি করেন না।
তাঁরা ভবিষ্যতকে দেখতে পান। তাদের কাছ থেকেই আমি শুনেছি
কেমন করে ঘটবে আমার বিবাহ
কেমন করে আঠারো বছরের মেয়েটার চোখে কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো জেগে উঠবে
ভালোবাসার উজ্জ্বল দিন।
সমুদ্রে হারিয়েছি যে লোটাকম্বল, একটু পরেই তা ফিরে পাবো
আরেক ফিরতি ঢেউয়ের মাথায়
আরো শুদ্ধ, আরো নির্মল ।

আগুনকে আগুনের ভিতর পোড়াতে চাইছে যে বিদ্যার্থীরা

গরিব মানুষের কষ্টে যাদের হাসি পাচ্ছে
একদিন তাদের বিনাশ
কোনো গুনিনের বান দিয়ে ঠেকানো যাবে না।

সময়ের মেয়াদি আমানত আমি মিলিয়ে দেখেছি, জিৎ আমার হবেই
আর মেঘে মেঘে ঘটে যায় যে বজ্রনির্ঘোষ
তা তো শোনা যায় একটুখানি পর

কেবলমাত্র একটুখানি পরেই।

বাংলা ভাষার প্রয়োজনীয় সংস্কার

আর সহ্য হয় না।
সংসার প্রায় তছনছ করে দিচ্ছিল বলে
তাকে আমরা নিয়ে
নদীর ধারে
ছেড়ে দিতে যাচ্ছি।

যাক
নদী তাকে নিয়ে যাক।

প্রথম প্রথম সে সিদলে মুখ দিতো
পরে, ধীরে ধীরে সে
বাচ্চাদের দুধ
বুড়ো ঠাকুর্দার ভাগের মাছ
রুগি বোনটার পথ্য
এমনকি শেষমেষ
ভাত
কুরুলের তরকারি
বীজধান
সবকিছুই
খেয়ে সাফ করছিলো।

সহ্যেরও একটা সীমা আছে আর
বরফেরও আছে গলনাঙ্ক
তাই
তাকে বিসর্জন দিয়ে আসতে
যাচ্ছি।

এমনিতেই আমাদের দুর্ভাগ্যের শেষ নেই
তার উপর
এই এতটুকুন চিপা ঘরটায়
ওইসব বেয়াড়া জিনিস
আর সয় না।

তাই থলের ভিতর ভরে
'অসম্ভব' শব্দটিকে ছেড়ে দিয়ে আসতে যাচ্ছি
নদীর পাড়ে।
শুনেছি সে নাকি ভিতু লোকদের গায়ের গন্ধ
শুঁকে শুঁকে মাঝে মাঝে
শুনেছি
মহল্লায় ফিরে আসে।

যদি আসে, বেশ কথা।

মা, ছোট্ট জানোয়ার বলে মমতা কোরো না
বাবা, লক্ষ রেখো
ভাই বোনেরা, দুপুরে ঘুমোস না।

যদি সে ফেরে
বিকৃত ইতিহাসের কোনো বেকুব মাষ্টারমশাইয়ের
পাঞ্জাবীর পকেটে করে
যদি সে ফেরে

তবে
এবার তাকে
মাঝনদীতে ডুবিয়ে মারবো।

পাগলের প্রলাপ

এই যে দাদা গালাগাল দেবেন না এখন রামকৃষ্ণ কথামৃত হবে। লাথি মারছেন কেন? লাথি মারবেন না। লাথি মেরা সাথি । হাতির মত শরীর নিয়ে নিজে উঠেছেন বউকে তুলেছেন, মুরোদ নেই তো অফিসটাইমে বউ নিয়ে ট্রেনে উঠেছেন কেন? শালা ঘন্টার পর ঘন্টা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে বনগাঁ ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকলে মালগাড়ি যাবে কিন্তু কেউ পরিবেশ দূষিত করবেন না। মনিপুরে যদি মন্ত্রীসভা বাড়াতে পারে তবে কাল থেকে সব ছেলে মাধ্যমিকে রেলের খাতায় লিখবে আগে রেল ঠিক করে চালাও তারপর বেকার ছেলে তার ভাবি বউয়ের ঠোঁটে চুমু খেতে খেতে বলবে চুমু খাওয়া বন্ধ করে বলবে আগে তোমার বাবাকে বলো রেল ভাল করে চালাতে তাহলে আমি ইন্টারভিউ দিয়ে তোমায় বিয়ে করব আগে এই ভিড় কমাও আগে শালা টাইমলি রেল চালাও তবে তোমায় বিয়ে করব আগে বনগাঁ লোকালে এই সব পাগলকে থামাও তবে তোমায় বিয়ে করব মৌলালিতে ম্যারেজ রেজিস্ট্রী অফিসের নীচে বর বৌ মিলে দাঁড়াব ছাতা হাতে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য প্লাটফর্মের শেডের নিচে সকলেই হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো সকলেই সমান সমান আটটা ছাপ্পান্নর ট্রেনে পাশে যাচ্ছে চাষিভাই সে তো হাঁসের জন্য ঘাসের বীজ বুনে বারো টাকা পঞ্চাশ পায় কি করে টিকিট কাটবে টিকিটবাবুর ভাইয়েরও তো হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো সর্দিজ্বর মিঠুনের মত চুল রেখে পথে পথে মেয়ে তুলছে বেকার ভাইয়ের জন্য মোড়ে মোড়ে লিকারের দোকান ইন্দিরাজী এশিয়ার মুক্তিসূর্য খবর পড়ছি আকাশবাণী কলকাতা মেরা দেশ মহান......

একথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর শাজাহান কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন বেইমান। বেইমানদের শায়েস্তা করতে হলে সমস্ত ডেলি প্যাসেঞ্জারকে এক হতে হবে শাজাহান। অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। পাগলকে শায়েস্তা করতে হলে রোদ্দুরের নিচে চাবুক শুকোতে হবে আর পাগলকে শায়েস্তা করতে হলে টাইমলি রেল চালাতে হবে টাইমলি রেল চললে কেষ্ট পোদ্দারের ছোট ছেলে জহর বাগদীর মেয়েকে তুলে নিয়ে রেপ করবে। টাইমলি রেপ হলে পুলিশ কেস হবে পুলিশ কেস হলে জামিন হয়ে যাবে জামিন হয়ে গেলে পয়দার জন্য ময়দান ফাঁকা হয়ে যাবে পয়দার জন্য ময়দান ফাঁকা হয়ে

গেলে তুমিও আমাদের পাড়ায় জমি পেয়ে যাবে শাজাহান। তুমিও আমাদের পাড়ায় তাজমহল তৈরী করতে পারবে। তোমার ঔরংজেব শালা গ্রামে গ্রামে সুতো কাটছে গরুর বাগাল হয়ে মাঠে মাঠে খুঁটো পুঁতছে, গুড় দিয়ে পান্তা ভাত মেরে ধান গাছে ধান ফলাচ্ছে পাট গাছে পাট ফলাচ্ছে তাকে শালা শাজাহান তুমি তো সম্রাট তাকে ব্যক্তির মর্যাদা দাও তার বেগুন পটল শেয়ালদায় চলে যাচ্ছে জলের দরে পীরপুকুরের জলের ভিতর ফুটে রয়েছে শাপলাফুল নূরের বউ জুলেখা পচা প্যাকের ভিতর নেমে শাপলা তুলছে শাপলার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ঢোঁড়া সাপ, ঢোঁড়া সাপ তাড়িয়ে দিলে গণতন্ত্র হবে ধনতন্ত্র হবে সমাজতন্ত্র হবে দুষ্মন্ত হবে শকুন্তলা হবে, শকুন্তলা বাজারে বিক্কিরি করবে পানিফল, পানিফল বিক্কিরি করে মহরমের দুলদুল হবে হাঁড়িভর্তি গোস হবে পান তামাক হবে নুন ভাত হবে নুন কেন বলো লবণ আইন ভঙ্গ করেও কেন রাতের আন্ধারে দিল্লী বোম্বে মাদ্রাজ পাঞ্জাব খুলনা বরিশাল ঢাকা পাবনা কলকাতা রাজশাহী পালিয়ে গেলাম আমার বাবার বাড়ি ছিল বর্ধমান পেট পাতলা কোনো কথা চেপে রাখতে পারিনা যদি জানতে চান যোগ করে গুণ করে ভাগ করে বুঝিয়ে দেবো আমি নিজেও ব্যবসা করেছি বলে অঙ্ক জানি দাদা গেটটা ফাঁকা করে দিন হাওয়া ঢুকবে হাওয়ার ভিতর দিয়ে উড়ে যাবে এরোপ্লেন, এরোপ্লেনে বসে আছে জহর টুপি মাথায় দিয়ে জহরলাল জহরলালের পাশে জহরলালের টুকটুকে বউ আর তার পাশে জিন্না সাহেব জিন্না সাহেব জিন খান না ভদকা খান দুজনে মিলে ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন গমগম করে নীল আকাশে ঘুড়ি উড়ছে জনগনমনঅধিনায়ক জয়হে ...... দিল্লী রেকর্ডেড ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার...... ক্যালকাটা রেকর্ডেড ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার ...... ইণ্ডিয়া রেকর্ডেড ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার...... পাকিস্তান রেকর্ডেড ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার ......

যে মেহের আলি, বনগাঁ লোকালে, বকছিল প্রলাপ
তাকে ধরে নিয়ে গেছে মোবাইল চেকার, দশ বছর আগে

বনগাঁ লোকালে আর ইদানিং পাগল ওঠে না।

সঙ্গিনী

মৃণালভুজ পারিনি ছুঁতে
সূর্য সেন স্ট্রীট
মৃণালভুজ পারিনি ছুঁতে
নটা দশের ট্রেন
মৃণালভুজ কে ডেকে বলে
কোথায় নামবেন
মৃণালভুজ হাওয়ায় ওড়ে
আমার ঘরবাড়ি
ঘরটি ছিল দালান নড়ে
উঠেছে তাড়াতাড়ি
হাঁটার পথে সঙ্গিনী সে
পথই তো আর নেই
পথে তো আজ ব্রীজ হয়েছে
ব্রীজের নীচে সন্ধ্যে
জলেই ছিল মৃণাল আজ
ডুবেছে সেই জলে
মৃণালভুজ কি নাম ছিল
এখন গেছি ভুলে।

লাভক্ষতি

উটেরা আমার প্রতিবেশী
পাখিরা আমার প্রতি কম।
তবুও উটেরা কাছে এলে
পাখিদের চেয়ে ক্ষতি কম।

কীভাবে কীভাবে কীভাবে ....

প্রজাপতিদের সমাজে এই এক ধ্রুপদী সমস্যা
কোন কবিতাটা কীভাবে লেখা হবে ?

অ্যালবামকে যদি আমরা অ্যালবাম বলি তবে তো
অ্যালবামকে বলতে হবে অ্যালবাম ;
তাহলে অ্যালবামকে আমরা কী বলে ডাকবো ?

এই নিয়ে গড়িয়ে যায় আলোচনা
সকাল থেকে দুপুর দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যায়
খাওয়া পরার অভাব নেই এমন মানুষদের হাসিতামাশার ভিতর দিয়ে
পৃথিবীতে জন্ম নেয় প্রথমবার ও শেষবারের মতো
গোলাপ জল, রজনীগন্ধা
ও 'আধুনিক কবিতার সমস্যা'

অথচ একটা ছেলে বাইরে বৃষ্টিতে ভিজতে থাকে
একটা মেয়ে অন্নজল খুঁজতে বেরোয় শহরের অন্ধকার রাস্তায়
বাইরে একটা মানুষ মালবোঝাই গাড়িটাকে ঠেলতে থাকে।
সন্ধেবেলায় বেরোনো স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার জন্য সরু গলি ছেড়ে
হনহন করে বড়োরাস্তায় পড়ে
এক বৃদ্ধ
একজোড়া প্রেমিক প্রেমিকা উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করে।
শেয়ার বাজার পড়ে যায়
বাচ্চারা বই বন্ধ করে রাখে
একটা বাড়িতে টিভি বন্ধ হয়

রাত্রি বাড়তে থাকে
জননী রক্তমোক্ষণ করেন
তখনও চলতে থাকে লেজের ঝাপট   মত্ত স্বর
ভেসে আসে ছিঁড়ে ছিঁড়ে .....

অ্যালবামকে যদি আমরা অ্যালবাম বলি   তবে তো
অ্যালবামকে বলতে হবে অ্যালবাম
তাহলে অ্যালবামকে আমরা কী বলে ডাকবো?

বারোইটিলা

পনের মাস আগে জিজ্ঞেস করলে বলতাম
জলও পড়ে না, পাতাও নড়ে না।
পনেরো মাস আগে জিজ্ঞেস করলে বলতাম
এক মাঘেই শীত যায়
এক শীতেই শেষ হয় বছর
বছরের পর বছর।
পনেরো মাস আগে জিজ্ঞেস করলে বলতাম
এই সাতাশ লক্ষ মানুষের জন্য আছে
সাতাশ লক্ষ দুঃখ
সারারাত নাম সংকীর্তন
আর তারই ভিতরে মৃত্যু বুনে চলে
তার সবুজ লেস।
আর আজ যদি জিজ্ঞেস করো, বলবো অন্য কথা।
বলবো : দেখো, ঘোড়ামারা ব্রীজের পাশে জমে উঠেছে সবজির বাজার
গোলচক্কর ঘিরে টমেটোর ঝাঁকাগুলোয় পাকা হয়ে উঠেছে
আঠারোশো দিন ধরে জমানো টুকটুকে ভালোবাসার রঙ।
পুরোনো ইঞ্জিনগুলো নতুন শরীর নিয়ে আবার দৌড়োচ্ছে।
জমা জল ফেলে দিয়ে নতুন জল ঢালা হচ্ছে গবগবে কলসিগুলোয়।
একানব্বই বছরের বৃদ্ধ চক্রবর্তীমশাই এপাড়া থেকে সে পাড়ায় ঘুরে ঘুরে
বলে বেড়াচ্ছেন ভবিষ্যতের কথা।
সদ্য চুনকাম করা দেয়ালের পাশে এসে থামছে
নির্ভয় রানিরবাজারের বাস।

ভোর ভোর দোকানের সামনে তৈরি হচ্ছে গরম গরম পরোটা তরকারি ।
আর তারই একপাশে কইতরইবাড়ির বুধরাই ফুঁসে উঠছে ঘৃণায়
অন্তজঙ্গলের সিরাজ মিঞা পোড়ানো ঘরের গন্ধ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এখন
হনহন করে হাঁটছেন।

টুনির শয্যাশায়ী স্বামীর চোখ থেকে জল মোছাবার জন্য
গোপালদা, চিরো, রশিদা আর গোবিন্দ জীবনপণ করছে
সন্ধেবেলার হালকা কুয়াশার সাথে সমস্ত দুর্গানগর জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে
আশাবাদ ।

বারোইটিলার পাশে গাঢ় অন্ধকারে মৈথুনে লিপ্ত হয়েছে
যুবক যুবতি সময়।

আজ যদি জিজ্ঞেস করো, বলবো অন্য কথা।
বলবো ঃ জল পড়ে, পাতা নড়ে

আর নড়ে, পাগলা হাতির মাথাও।